তারিখ ... 07 SEP 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 3 ...

দৈনিক বাংলা



# ডিগ্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস: তদন্ত টিম গঠন

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মানিকগঞ্জ, ৬ই সেপ্টেম্বর।— মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চলতি ডিগ্রি পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। গত ১লা আগস্ট থেকে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরুর ৮ থেকে ১২ ঘন্টা আগে এখানে বেচাকেনা হয়।

এর আগে ঢাকায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে একটি গুজব ছড়িয়েছিল।

এদিকে প্রশ্নপত্রের ফাঁসের ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ধামাচাপা দিয়েই পরীক্ষা পরিচালনা করছেন। অবশেষে বিভিন্ন মহলের দাবীর মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৬ দিন আগে একটি তদন্ত টিম গঠন করে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় এব্যাপারে একটি বৈঠকে ডেকেছেন দেবেন্দ্র কলেজের কয়েকজন অধ্যাপককে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারটি ৪ঠা আগস্ট স্থানীয় দেবেন্দ্র কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

## ডিগ্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

(১ম পৃঃ পর)

নজরে আসে। এদিন ছিল রসায়ন পরীক্ষা। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ১২ ঘন্টা আগেই প্রশ্নপত্র কেন্দ্রের আশপাশে ও কয়েকটি ছাত্রাবাসে বেচাকেনা হতে থাকে। এভাবে প্রতিদিনই এখানে বিজ্ঞান গ্রুপের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা শুরুর আগে বেচাকেনার হিড়িক চলে আসছে এই কেন্দ্রে। অবশ্য এ ব্যাপারে এই কেন্দ্রের সচিব ও কলেজের অধ্যক্ষ পূর্বাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনেন। ঘটনাটি সামাজিক ও অভিভাবক মহলে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের (পরীক্ষা শাখা) এব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। পুরো ঘটনাটি তারা জেনে শুনেও একরকম ধামাচাপা দিয়েই পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন এতোদিন।

পরীক্ষা শুরুর ৮।১০ দিন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি পরিদর্শক দল মানিকগঞ্জের পরীক্ষা কেন্দ্রটি পরিদর্শনে আসেন। এ সময়েও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি পরিদর্শন টিমের গোচরীভূত করা হয়। কিন্তু তার পরেও সঙ্গে সঙ্গে এব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

এদিকে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের একটি কপিও এই সংবাদদাতার হাতে পড়ে। তিনি উক্ত কপিটি নিয়ে যাচাইয়ের জন্য গত বৃহস্পতিবার উক্ত কলেজের অধ্যক্ষকে দেখান। পরে যাচাইয়ের পর দেখা যায় মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে অংক প্রশ্ন কপির হুবহু মিল রয়েছে। প্রিন্সিপাল ও এই হুবহু কপির মিল দেখে আশ্চর্য হন। এর আগে এই সংবাদদাতা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি নিয়ে পুলিশের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গেও আলোচনা করেন।

অবশ্য, পরীক্ষা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে একটি তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে। তবে এই তদন্ত টিম প্রশ্নপত্রের এই ধাপ্পা বাজি কতটুকু উদঘাটন করতে পারবে এব্যাপারে জনমনে বেশ সন্দেহ রয়েছে।